জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য /০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 6th Oct. 1954 { ২১শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২.

C. P. SERVICE

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৭ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস ঃ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

শারদীয়া পূজার অবকাশ

গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন—আমরা ৺শারদীয় পূজার অবকাশ দুই সপ্তাহ বর্ত্তমানে না লইয়া আবশ্যকমত গ্রহণ করিব। ছুটি লইবার পূর্ব্ব সপ্তাহে "জঙ্গিপুর সংবাদে" তাহা বিজ্ঞাপিত হইবে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

মা আসিয়াছেন

—•—

মা জগদম্বা অত্যাচারী অসুরগণের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, বনবাসী রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শরৎকালে মায়ের সেই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। শারদীয় মহাপূজার সময় ভক্তগণের মণ্ডপে মণ্ডপে মা দুর্গা ভাস্করগণ-নির্ম্মিত সেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূ্তা হইয়া থাকেন।

কথিত আছে—রম্ভ নামক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিলোকবিজয়ী পুত্র-বর প্রার্থনা করায় মহাদেব তাহাকে সেই বর প্রদান করেন। শিব-বর-প্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া মহিষাসুর অতীব দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল, এবং দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। বিতাড়িত দেবগণ শম্ভু ও বিষ্ণুর নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলে, মহিষাসুর সংহারের জন্য তাঁহাদের তেজ হইতে ভগবতীর আবির্ভাব হয়। মা ভগবতী দশভুজা-রূপে আবির্ভূ্তা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ রণরঙ্গিণী মায়ের দশ হস্তে দশ প্রহরণ প্রদান করেন। মা মহাশক্তি সমস্ত দেবগণের প্রদত্ত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অজেয় মহিষাসুরকে সংহার করেন। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের রচয়িতা বাংলার ঋষিকল্প বঙ্কিমচন্দ্র মায়ের দশপ্রহরণধারিণী মূর্ত্তিরই ধ্যান করিয়াছিলেন॥

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা বলিতেছি—মা দুর্গার মূর্ত্তি নির্ম্মাতা কারিগর সে সময়ে মায়ের প্রতিমার কাঠামোতে মাটি দিবার জন্য আসিয়া যে কয়দিন মূর্ত্তিগঠনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত শুদ্ধাচারে থাকিয়া হবিষ্যান্ন আহার করিত। জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি থানার অন্তর্গত হিলোড়া গ্রামে একজন সূত্রধর জাতীয় কারিগর ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল নবদ্বীপচন্দ্র। দশভুজার দশহস্তের মধ্যে কোন্ হস্তে কোন্ অস্ত্র দিতে হইবে, পাছে তাহা ভুল হয়, সেই আশঙ্কায় নবদ্বীপচন্দ্র দশভুজার ধ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মা জগদম্বার বাম চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি মহিষাসুরের স্কন্ধে স্পর্শ করা দেখিয়া কে যেন বলিল—অসুরের ঘাড়ের উপর সমস্ত পা-খানি দিলে তো বেশ জোর হতো। নবদ্বীপচন্দ্র উত্তর করিলেন—আমাদের গাঁয়ের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চেয়ে বড় পণ্ডিত যখন হবেন তখন একথা শুন্‌বো, এখন নয়। তাঁর কাছে লিখে নিয়েছি—"অঙ্গুষ্ঠো-মহিষোপরি"।

জগৎ যখন পরিবর্ত্তনশীল, জগদম্বার মূর্ত্তি নির্ম্মাণে পূজার ব্যবস্থায়, উপকরণাদিতেই বা পরিবর্ত্তন না হইবে কেন? কোন্ পুরাতন যুগের বস্তাপচা ধ্যান ধারণা আঁকড়ে ধরে থাকলে চল্‌বে না। এই পরিবর্ত্তন—উত্তম হইতে অধমে পতিত কিম্বা অধম হইতে উত্তমে উন্নীত হইয়াছে, তাহা লইয়া আলোচনা করিলে মতান্তর ও পথান্তরের জন্য মারামারি ও ফৌজদারীরও আশঙ্কা আছে। যখন প্রত্যেক উপকরণের অনুকল্পেই "গঙ্গোদকম্" চলে, কেবল যজ্ঞে পূর্ণাহুতি ব্যতীত সব ব্যাপারেই আনুকূল্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ঘৃতধারার পরিবর্ত্তে গঙ্গোদক দ্বারা হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত না করিয়া নির্ব্বাপিতই করিবে। পূজক ও তন্ত্রধারক তাঁহাদের প্রাপ্যের অনুকল্পে উপস্থিত ক্ষেত্রে হরীতকী দিয়া কার্য্য চালাইলেও বিদায়ের সময় কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া না পাইলে, আগামী বর্ষে আর আসিবেন না, ইহা নিশ্চিত জানিবেন।

এক দ্রব্যের অভাবে তাহার অপেক্ষা অন্যতর দ্রব্য ব্যবহারের নাম অনুকল্প। এ সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রায় সমগুণবিশিষ্ট সুলভ দ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে ভুলেন নাই।

যবাভাবে তু গোধূমং মুদ্গাভাবে তু মাষকম্।
মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঘৃতাভাবে তু তৈলকম্॥

যবের অভাবে গোধূম, মুগের অভাবে মাষকলাই, মধুর অভাবে গুড় এবং ঘৃতের অভাবে তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অক্ষমের পক্ষে তাঁহারা নির্দ্দয় ছিলেন একথা বলা চলে না।

নানাজনের রুচিমত নানাভঙ্গীর প্রতিমার নমুনা দিতে আমরা অক্ষম। একখানি সাবেক ও একখানি আধুনিক গঠনের মূর্ত্তি নিম্নে প্রদান করিলাম।

সাবেক প্রতিমা

আধুনিক প্রতিমা

মৃত্তিকা দিয়া মায়ের মূর্ত্তি গড়াইতে দেখিয়া সাধক ভক্ত, লোকের ভ্রান্তির জন্য গাহিয়াছিলেন—

"মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চায়
মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
করালবদনী কালী,
সেকি মাটি খড় বিচালী,
ঘুচান যিনি মনের কালি
বরাভয় প্রদানিয়ে।
কি শোভা যুগল পদে,
জিনি কোটি কোকনদে,
আছে কে এমন কারিকর
দিবে এ-রূপ নিরমিয়ে।"

আনন্দময়ী মায়ের আগমনে যার যেমন সাধ্য, যার যেমন প্রবৃত্তি, সেইভাবেই মায়ের অর্চ্চনা করিয়া অজ্ঞান সন্তানেরা আনন্দলাভ করে। ভরসা জগন্মাতা কাহারও অপরাধ লইবেন না।

"যেষাং মনোবৃত্তিরুদেতি যাদৃক্
তে তাদৃশং ত্বাং পরিকল্পয়ন্তি।"

প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভরসা দিয়াছেন—

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে
মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্নদেবঃ সৃষ্টি-
নাশকঃ॥

মাতা কখন পুত্রকে অভিশাপ দেন না। পৃথিবী কখন জীবের দোষ গ্রহণ করেন না। সাধু ব্যক্তি কখন পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না। দেবতা কখন সৃষ্টি নাশ করেন না।

মোক্তারের পূজোর শিকার

(দা' ঠাকুর)

দীনদয়াল মুন্‌শী সেকালের ছাত্রবৃত্তি পাশ মোক্তার। রেভিনিউ এজেন্টের পাট্টাও তাঁর ছিল। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় আদালতে তাঁহার গতায়াতের সুবিধা ছিল। মুন্‌শীজী মামলার সৃষ্টি করতেও পারতেন বলে তাঁর সুনাম বা দুর্নাম ছিল। মহকুমা শাসক বদলি হবার সময় মহকুমার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য রেখে যান। তাই দেখে তাঁর পররবর্ত্তী শাসক সকলের দোষ গুণের বিষয় ওয়াকিফহাল হ'তে পারেন। প্রবীণ মোক্তার দীনদয়াল মুন্‌শীর নামে পূর্ব্ববর্ত্তী মহকুমা শাসক যে নোট রেখে গেছেন, বর্ত্তমান শাসক তা' দেখে জান্‌লেন ইনি মিথ্যা মামলা তৈরী ক'রেও টাকা রোজকার করেন। বিশেষ ক'রে পূজোর পূর্ব্বে প্রত্যেকবার এই জাতীয় মামলার সাহায্যে মোটা টাকা রোজকার করা তাঁর অভ্যাস।

একদিন মহকুমা শাসক খাস কামরায় একাকী বসে আছেন, এমন সময় মুন্‌শীজী উপস্থিত হলেন। হাকিম বাবু একটু মুচকি হেসে, মুন্‌শীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"দীনদয়াল বাবু, পূজো তো নিকট, এবার শিকার পাকড়ালেন কাকে?"

দীনদয়াল—হুজুর ধর্ম্মাবতার, গরীবের মা বাপ, হুজুর থাকতে আর কাকে পাকড়াব, হুজুরের দয়া পাকড়ে পড়ে আছি, তাতেই মোটা ভাত মোটা কাপড় হয়।

হাকিম—দীনদয়াল বাবু, স্পষ্ট জেনে রাখুন, আগেকার মত শিকার পাকড়াতে গিয়ে, যদি পাকড়া যান, আমার হাতে নিস্তার নাই।

দীনদয়াল—জানি ধর্ম্মাবতার। হুজুর কুলীন কায়েতের ছেলে। আমি বাহাত্তুরে। আসি হুজুর। তিন কাল গিয়ে এক কাল বাকি। অদৃষ্টে যা আছে হবে।

হাকিমের খাস কামরা হ'তে বেরিয়েই মুন্‌শীজী দেখলেন কোর্টের দারোগার ঘরের রোয়াকে এক বিরাট মোশ্লেম যোয়ান এক কাঁদি ডাব কাঁধে নিয়ে। তার কোমরে দড়ি বেঁধে, সেই দড়ি ধরে আছে এক প্রকাণ্ড দেশোয়ালী কনষ্টেবল। দীনদয়াল বাবু এক নজরেই বুঝলেন—ব্যাপারখানা কি। তিনি আসামীর কাছে যেতে-না-যেতেই দেখলেন, আসামীর বৃদ্ধ পিতা খোসবর অন্য একজন মোক্তারকে ১৲টি টাকা দিচ্ছে। মুন্‌শীজী বুঝলেন মামলা তাঁর হাতছাড়া। মুন্‌শীজী মনে মনে ফন্দী আঁটলেন পানী না ছুঁয়েই মাছ ধরতে হবে। আসামীর বাপের সামনেই তার নিযুক্ত মোক্তারকে মুন্‌শীজী দাতব্য পরামর্শ দিলেন—এ কেস খালাস তো হবেই না, আসামী খুব বলিষ্ঠ, ঘা বিশেক বেত মেরে ছেড়ে দিবে। তখন আম চুরি, জাম চুরি, কাঁঠাল চুরি মামলায় বেত্রদণ্ডের চলন ছিল। কাছারীর ময়দানে খ্রীষ্টানদের ক্রশের মত কাঠের আসামী বাঁধা ক্রশ থাকতো। মাটি হতে লম্বভাবে যে অংশ তাতে বুক কোমর পা বাঁধা হতো, মাটির সঙ্গে সমান্তর অংশে ডান হাত ও বাঁ হাত বেঁধে, পরণের কাপড় কোমরে গুটিয়ে সারি সারি বেত্রাঘাত করা হতো যেন এক আঘাতের উপর আর এক আঘাত না পড়ে। বেত মারার পূর্ব্বে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করা হতো, যে 'আসামী হুকুমমত বেত্রাঘাত সহ্য করতে পারবে কিনা। আসামীর সহ্যের বাইরে হ'লে, যত ঘা সইতে পারে, তত ঘা মেরে বাকি আঘাতগুলি আস্তে আস্তে হাতের চেটোতে মেরে "হাকিম ফিরে তো হুকুম ফিরে না" কথার সার্থকতা রাখা হতো। দীনদয়াল মুন্‌শীর দাতব্য পরামর্শ মেনে নিয়ে, মোক্তার খোসবরের পুত্র আসামী দিলদারকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করালেন। প্রবীণ মোক্তার দীনদয়ালের অনুমান মত ২০ ঘা বেতেরও হুকুম হলো। স্নেহময় বাপজান খোসবর হুকুম শুনে কেঁদে উঠে দীনদয়ালকে ধরে বল্‌লে—বাবু, আমার দিলু কাল রাত হতে কিছু খায়নি, বাছা আমার খালি পেটে ২০ ঘা বেত খেয়ে মরে যাবে। দীনদয়াল মুন্‌শী গোপন স্থানে ডেকে চুপিচুপি আসামীর বাপজান খোসবরকে বল্লেন—খোসবর তোমার দিলদারকে বেত মারা হবে ৬টা ৪টার আগে নয়। ডাক্তার মরা কাটা ঘরে লাস কাটছে, কাজ সেরে, বাসায় এসে স্নান আহার করে আসবে সেই বিকেল বেলায়।

খোসবর মুন্‌শীজীর পায়ে ধরে বল্‌লে "বাবু আপনাকে আম খুশী করবো, আমার বাছাকে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।" মুন্‌শীজী বুঝলেন—ওষুধ ধরেছে। তিনি খোসবরকে ভরসা দিলেন—যদি ১০৲ টাকা দিতে পার তোমার দিলদারকে পেট ভরে পুরি মিঠাই খাইয়ে বেত খাওয়ার মত তাকৎ এনে দিব। আর যদি নগদ ১০০৲ টাকা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এনে দাও, তোমার দিলদারের বদলে অন্য লোককে বেত মারার ব্যবস্থা ক'রে দিব, দিলদার খোস মেজাজে হাসতে হাসতে মোকামে ফিরে যাবে। আসামীর বাপজান বৃদ্ধ খোসবর

যেন ডুবন্ত নৌকার হালে পানী পেয়ে ছুটলো বাড়ী। আধ ঘণ্টার মধ্যে নোটে, টাকাতে, রেজকীতে ১০০৲ একশো টাকা এনে দীনের বন্ধু দীনদয়ালের হাতে চুপি চুপি দিয়ে বল্‌লে—যদি আমার দিলু আজ রাতে বেদাগ মোকামে ফিরে, কাল ভোরে আপনার বখ্‌শিশ আর ১০০৲ টাকা আপনার কাছে হাজির করবো। পণ্ডিতরা বলেন—"ধনেন বলবান্ লোকে ধনাৎ ভবতি পণ্ডিতঃ।"

নগদ একশো টাকা ও আরও একশো টাকার ভরসা দীনদয়ালের বুদ্ধির দরজা খুলে দিয়ে তাতে বিজলী বাতির রোশনাই ক'রে দিল।

মুন্‌শীজী কোর্ট দারোগার হাজতে আসামীর পাহারাওয়ালা দেশোয়ালী সিপাইকে নগদ ৫৲ পাঁচ টাকা দিয়ে বললেন—দোবেজী, এই নেন আপকা সেলামী। আসামী পায়খানায় যাবে বলে হাতে হাতকড়ি দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘরের পেছন দিয়ে হালুয়াইএর দোকানে নিয়ে চলুন। ও কিছু খেয়ে নিক, আপনিও পোরী মিঠাই খেয়ে নিন। নগদ পাঁচ টাকা আর পোরী মিঠাইএর লালচ দোবেজীর মুখে নীতিবাক্যের সঞ্চার করলো—"রামজী দেনেবালারে, গুরুজী দেনেবালা।" কোর্ট বাবুর হুকুমের দরকার হলো না। নিজেই আসামীকে হাজতের পিছন দিক দিয়ে হালুয়াইএর দোকানের পিছন দিকে হাজির করলো। দীনদয়ালের অনুরোধে আসামীর খাওয়ার অসুবিধা হবে বলে হাতকড়ি খুলে নিজের কাছে রেখে দিল। আসামী ঘরের পিছনে খেতে লাগলো, কোমরের দড়ি ধরে' দোবেজী এক টুলে ঘরে বসে খৈনী তৈরী করতে মন দিলেন। দীনদয়াল দোবেজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন, আর দোবেজী ব্রাহ্মণ, মুসলমান ছুঁয়ে কেমন ক'রে খাবেন এই ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়ে তুললেন। তাঁকে পোরী মিঠাইএর দাম নগদ ২৲ দু'টাকা দিয়ে বললেন, ডিউটি সেরে বিকাল বেলা উর্দ্দী মুরেঠা ছেড়ে, আস্নান ক'রে পবিত্র হয়ে খাবেন। নগদ দাম দোবেজীকে আরও খুশী করলো।

আসামী খাবারের ঠোঙা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোমরের দড়ি ঢিলা ক'রে পা গলিয়ে মুক্ত হ'য়ে দড়িকে ঝাঁপের সঙ্গে বেঁধে চম্পট দিল। দোবেজী দীনদয়ালের সঙ্গে তখন ধর্ম্মালোচনায় ব্যস্ত। আসামী দিলদার ততক্ষণ কতদূর চলে গেছে, খাবারের ঠোঙায় যা ছিল, তাতে তার রাত্রিতে বেশ চলবে।

দোবেজী দড়ি ধরে একটু হেঁচকা টান দিয়ে বললেন—কেত্তা ঘড়ি খায়েগারে, জলদী কর্। দড়ির সঙ্গে ঝাঁপ এসে দোবেজীর চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করলো। দীনদয়াল মুন্‌শী তখন দোকানের বাইরে ১ রশি দূরে বাগদীপাড়ার লুটে বাগদীর সঙ্গে কথা বলছেন। লুটু বাজারে বস্তা বহে। সেদিন খাটুনি না পেয়ে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরছে। সঙ্গে তার ১০।১২ বৎসরের ছেলে, বাবা কিছু পেয়েছে কিনা তাই দেখতে এসেছে মায়ের তাগাদায়। লুটুর দুখের কথা শুনে দীনদয়াল তার যাতে আজ গোটা পাঁচেক টাকা পাওনা হয় তার ব্যবস্থা করার ভরসা দিলেন।

দোবেজী ছুটে এসে দীনদয়াল বাবুর হাত ধরে কেঁদে বলে উঠলো—মোক্তার বাবু, হামারা সত্যানাশ হোগিয়া, আসামী ভাগ গিয়া, আঠাইশ বরষকা নোকরী চালা জাগা, জেহালভী হোগা, দো বরিষ বাদ পেন্‌শিন মিলতা।

দীনদয়াল মোক্তার গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "এ সব কাম হুসিয়ার হ'য়ে করতে হয়। কত টাকা আছে দোবেজী? শ পাঁচেক টাকা হলে বুদ্ধি করা যায়। জানেন তো শুধু হাত মুখে ঢোকে না।" দোবেজী নিজের কপালে ঘা মেরে কাতরস্বরে বললে—বাবু, মেরা পাশ ঢাই শো (আড়াই শো) রূপেয়া হ্যায়। হাম জনৌ পাকাড়কে বল্‌তে হেঁ সেবিন্ বক্সসে উঠায়কে ঢাইশো (২৫০৲) আপকো পাশ এহি হপ্তাকা বীচমে হাজির করেঙ্গে। দোবেজী ছুটে গিয়ে বাসা হ'তে ২৫০৲ টাকা দীনদয়ালের হাতে দিল। দীনদয়াল বাবু দোবেজীকে গঙ্গার জল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন যে সে ৩।৪ দিনের মধ্যে বাকী আড়াইশো টাকা দিবে।

এইবার দীনদয়াল বাবু দিলদারের মত যোয়ান ও প্রায় এক রকম চেহারার লুটু বাগদীকে ডেকে তার হাতে ১০৲ টাকা দিয়ে বললেন—এই সিপাহীর সঙ্গে যাও, সে যা বলে তাই করবে। আরও ৫০৲ টাকা এর পর দেওয়া হবে। দোবেজী মোক্তার বাবুর পরামর্শ মত চুপি চুপি হাজত ঘরের পেছন দিক দিয়ে লুটুকে হাজত ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্ধ ক'রে রাখলো। দীনদয়াল হাজতে গিয়ে লুটুকে ভরসা দিলেন—ভয় নাই যাতে পূজোর মধ্যে ১০০৲ টাকা পাও তার উপায় করবো আমি। দোবেজীকে দীনদয়াল শুনালেন—যদি বাকি আড়াই শো না দাও তবে এই আর এক কসুর তৈরী থাকলো।

বেলা ৩টার সময় সরকারী ডাক্তার বাবু হাকিম বাবুর এজলাসে উপস্থিত হলেন। আসামী দিলদারের স্থলাভিষিক্ত লুটু বাগদীকে হাজির করা হলো। বুকে একবার ষ্টেথিস্‌কোপ লাগিয়েই ডাক্তার বাবু—আসামী বিশ ঘা বেত সহ্য করার শক্তি রাখে বলে লিখিত মত দিলেন। নির্দ্দোষ লুটু বাগদীকে যথারীতি বেতমারা ক্রশে আবদ্ধ করা হলো। বেতমারা কর্ম্মচারী বেতে চর্ব্বি মাখিয়ে পাল্লা নিয়ে জোরে জোরে ২০ ঘা বেত মারলো। বলবান্ হলেও লুটু এই বেত্রাঘাতে কাতর হয়ে পড়লো। ডাক্তার সাময়িক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করলেন।

এদিকে দীনদয়াল বাবুর ব্যবস্থামত লুটুর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে ব'সে মড়া-কান্না স্থরু করলো—ওগো, পেটের জালায় বাজারে মোট বইতে গিয়ে, এই সব জল্লাদের হাতে মারা গেলে গো। দোহাই মহারাণীর! দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের। আমি খুনের বদল খুন চাই!

হাকিম বাবুর কথায় ডাক্তার বাবু আসামীকে পরীক্ষা করে ইংরাজীতে বললেন—হি ইজ এ হিন্দু।

এইবার এই জনতার মধ্যে দীনদয়াল বাবু একখানা দরখাস্ত ও মোক্তারনামায় লুটু বাগদীর স্ত্রীর টিপ নিয়ে হাকিম বাবুর নিকট আভূমি নত হ'য়ে সেলাম দিয়ে কাগজ দুখানি তাঁর হাতে দিলেন।

দরখাস্তখানির উপর নজর পড়তেই হাকিম বাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল। প্রথম আসামী তিনি নিজে, অন্য আসামী যে লুটুকে ক্রশে বেঁধেছে, যে বেত মেরেছে। সাক্ষী ডাক্তার বাবু ও জনতার মধ্যে উপস্থিত জন পঞ্চাশ বাছা বাছা ভদ্রলোক। তিনি খাস কামরায় গিয়েই দীনদয়াল বাবুকে ডেকে পাঠালেন। দীনদয়াল বাবুকে খুব বিনয়ের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন—আগামী কাল অতি প্রত্যুষে তিনি

(হাকিম) দীনদয়াল বাবুর বাড়ীতে স্বয়ং গিয়ে দেখা করবেন।

পরদিন সূর্য্য না উঠতে হাকিম বাবু দীনদয়াল মুন্শীর দ্বারস্থ হ'য়ে বৈঠকখানার কড়া নাড়া দিলেন। একটি অনিন্দ্যসুন্দরী কুমারী দরজা খুলেই স্তম্ভিত হয়ে আগন্তুকের মুখপানে চেয়ে রইলেন। হাকিম বাবুর অবস্থাও সেই রকম। হাকিম বাবুই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন—

হাকিম—কনক!

কুমারী—নরেন দা!

কনক—আপনি এখানে?

নরেন—আমি এখানে চাকরী করি।

কনক—আই-সি-এস এর চাকরী সাব-ডিভিসানে? প্রাইমারী ইস্কুলের মাষ্টারী নাকি?

নরেন—প্রবেশনারী অবস্থায় মহকুমার চার্জ্জে থাকতে হয়। তুমি এখানে?

কনক—আমি দীনদয়াল বাবুর কন্যা। মায়ের পরলোকের পর বাবা কলকাতায় মামার বাড়ীতে আমায় লেখাপড়া শেখার জন্য রেখেছিলেন। আপনি বিলাত চলে গেলেন, আমি তার পর বৎসর এম-এ দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস হয়ে এখন থার্ড ক্লাস এক নিউজ এজেন্সির লোকাল রিপোর্টার। বাবা কাল সন্ধ্যায় একটা মজার সংবাদ এনে দিয়েছেন। আমি তাকে "কমেডি অব্ এরাস" নাম দিয়ে লিখে টাইপ করছিলাম, ডাকে পাঠাবো বলে। এমন সময় আপনি কড়া নাড়লেন।

"কমেডি অব্ এরাস" যে কোন্ ঘটনার উপর লেখা নরেনের তা বুঝতে দেরী হলো না। তিনি বল্লেন—বুঝেছি, তোমার "কমেডি অব এরাস" আমার পক্ষে "ট্র্যাজেডি অব্ এরাস"।

কনক—এই হাকিম আপনি নাকি নরেনদা! ভগবান্ তুমি আছ। আটটার ডাকে আমি এটা পোষ্ট করতাম।

এই কথা বলে ঘরে গিয়ে খান কত টাইপ করা কাগজ এনে টুক্‌রো টুক্‌রো করে নরেনের পায়ের উপর ফেলে দিল। নরেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ যন্ত্রপুত্তলির মত নিজের হাতের হীরার আংটি কনকের আঙুলে পরিয়ে দিল। কনক—করলেন কি আপনি (নরেনদা' কথাটা বলতে জিভ আটকে গেল)

নরেন—তোমার হাতের আংটি আমায় দিবে না কনক!

কনক—এটা যে তামার!

নরেন—হোক তামা। তোমার হাতে তার পাল্টা লোহা দেওয়া হবে।

কনক—একবার কথা হ'য়ে—আমি মোক্তারের মেয়ে বলে উল্টে গেছলো।

নরেন—ও কথা আর মনে করো না, কনক। আজ আমি সেই মোক্তারের দ্বারস্থ। যাঁদের প্রেষ্টিজ তাঁদের সঙ্গে গেছে। আজ আমি মা-বাপহারা ভাগ্যহীন স্বাধীন। আর উল্টাবার কোনও ভয় নাই। "নরেন" উল্টালেও "নরেন"। "কনক" উল্টালেও "কনক"।

কনক—তামার আংটির বদলে হীরা, অদৃষ্টে বুঝি বিধাতা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লিখেছিলেন। 'নিন্' বলে তামার আংটি নরেনের হাতে পরিয়ে দিল।

কনক যখন আংটি নরেনের আঙুলে দিচ্ছে, এমন সময় দীনদয়াল বাবু উপস্থিত হলেন। কনক লজ্জিত হয়ে অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল। নরেন দীনদয়াল মোক্তারের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লেন কালকের দরখাস্তখানা এনেছি। দীনদয়াল বাবু সেখানা ছিঁড়ে ফেলে, নরেনের হাতে কনকের হাত মিলিয়ে দিয়ে সজলনেত্রে বল্লেন—আজ দীনদয়ালের ধাপ্পাবাজীর যবনিকা পতন! দিলদারের বাপ খোসবর তার ছেলের বেত খাওয়া বাঁচিয়ে দেওয়ার বখশিশ ১০০৲ টাকা দীনদয়াল বাবুকে দিতে এসেছে। লুটু বাগদীর স্ত্রী তার দরখাস্তের কি হবে জানতে এসেছে। খোসবরের দেওয়া ১০০৲ একশো টাকা লুটুর স্ত্রীর হাতে দিয়ে বল্লে বাগদী-বৌ হাকিমের হাতে নাগাইদ ২৫শে অঘ্রাণ হাতকড়ি পরাব। (২৫শে অগ্রহায়ণ আনুষ্ঠানিক বিবাহের দিন)

পূর্ণপাত্র
শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে—মৃত্যুজয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্‌সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ—কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স
সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা
"ভোলানাথ ধাম"—৩৩/২, বিডন ষ্ট্রীট, ও ২০, সিনাগগ্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা; ৩৮-৩, পটুয়াটুলি, ঢাকা

গুরু দক্ষিণা

জেলা চব্বিশ পরগণার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম্য অবৈতনিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মধুসূদন কাটালকে হেড পণ্ডিত শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বাহু বাঁশের কঞ্চি দিয়া প্রহার করেন। পণ্ডিত মহাশয় বলেন ছেলেটি পড়ায় মনোযোগ না দিয়া ছবি দেখিতেছিল। ছাত্রপক্ষের উক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত তাহাদের পরিবারের মামলা মোকদ্দমা লইয়া মনান্তর জন্য আক্রোশ বশতঃ মারিয়াছেন। ছাত্রটি পণ্ডিত মহাশয়ের নামে আলিপুর ফৌজদারী আদালতে নালিশ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, আর, দাশ হেড পণ্ডিত প্রমোদচন্দ্র বাহুকে ৩০৲ টাকা অর্থ দণ্ড অনাদায়ে ৭ দিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

জনক জননী আর গুরু মহাশয়
ইঁহাদের মত হিতকারী কেহ নয়!

সভ্য ও অসভ্যতা

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে বিধান সভা ও বিধান পরিষদের মত সভা আর নাই। প্রদেশের অধিবাসী সাধারণের ভোট লইয়া এই সব সভার সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দেশের সুখ সমৃদ্ধি ও সুশাসনের বিধি-ব্যবস্থা এই সব সভ্য কর্ত্তৃক স্থির হইয়া থাকে। সরকার পক্ষের এবং বিরোধী দলের— এ দল বলে আমাদের দেখ্‌ ও দল বলে আমাদের দেখ্‌। সভ্যগণের মধ্যে চড় তোলাতুলি, জুতো তোলাতুলির প্রথা প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। শুঁড়িখানা, তাড়িখানায় যা চলে, সভ্য সরকারের সভ্যগণ যদি সেই বীভৎসতা অবাধে চালাইয়া যান, তবে বড়ই দুঃখের কথা। যে সব সভ্যগণ নির্লজ্জের মত এই সব ব্যবহার করিয়া নিজেদের বংশ মর্য্যাদার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন সভ্যনামধারী অসভ্যগুলিকে পুনরায় ভোট দিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখে চূণকালি লেপন না করেন।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

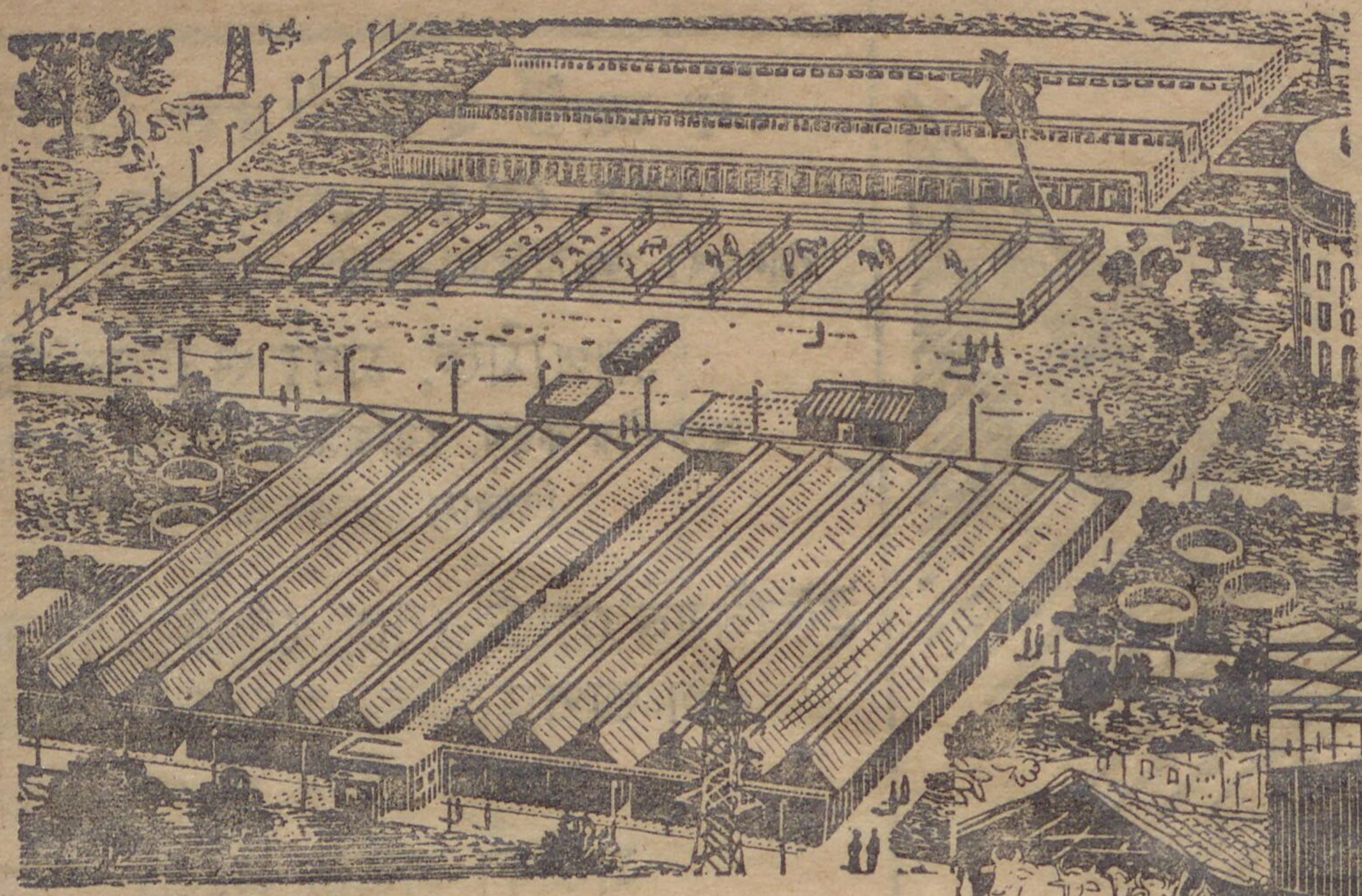

হরিণঘাটা-পরিকল্পনা

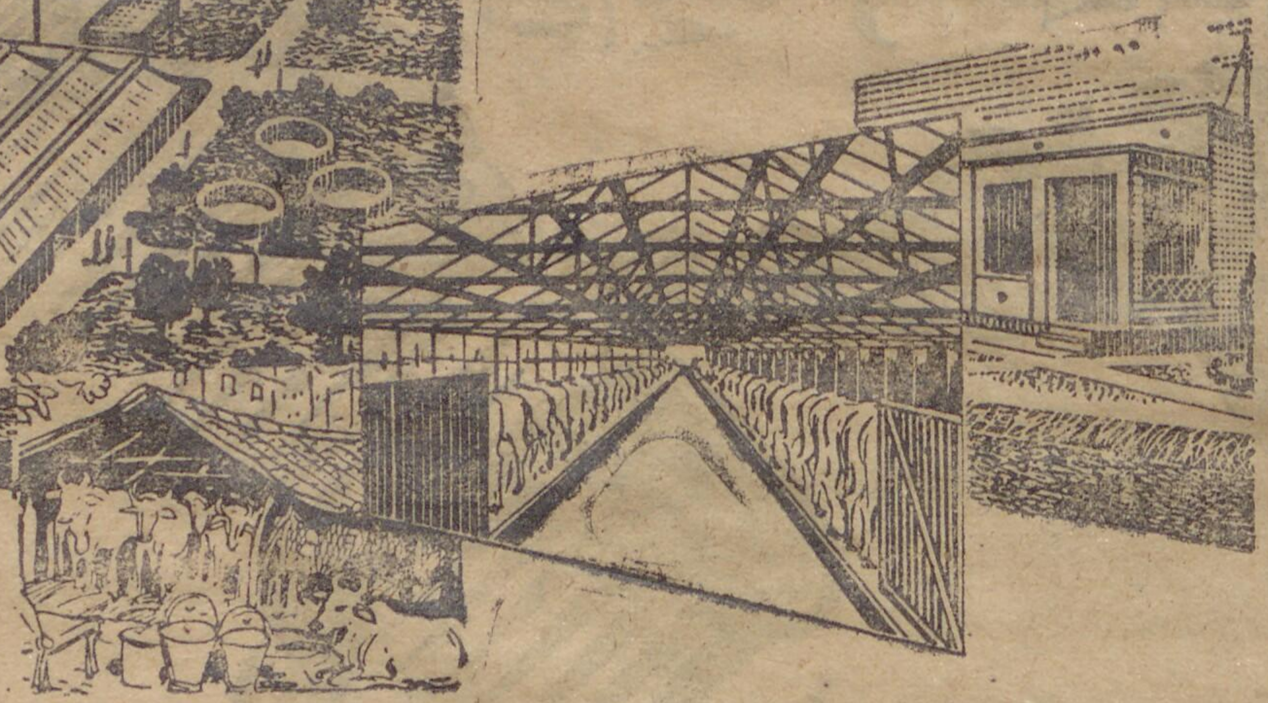

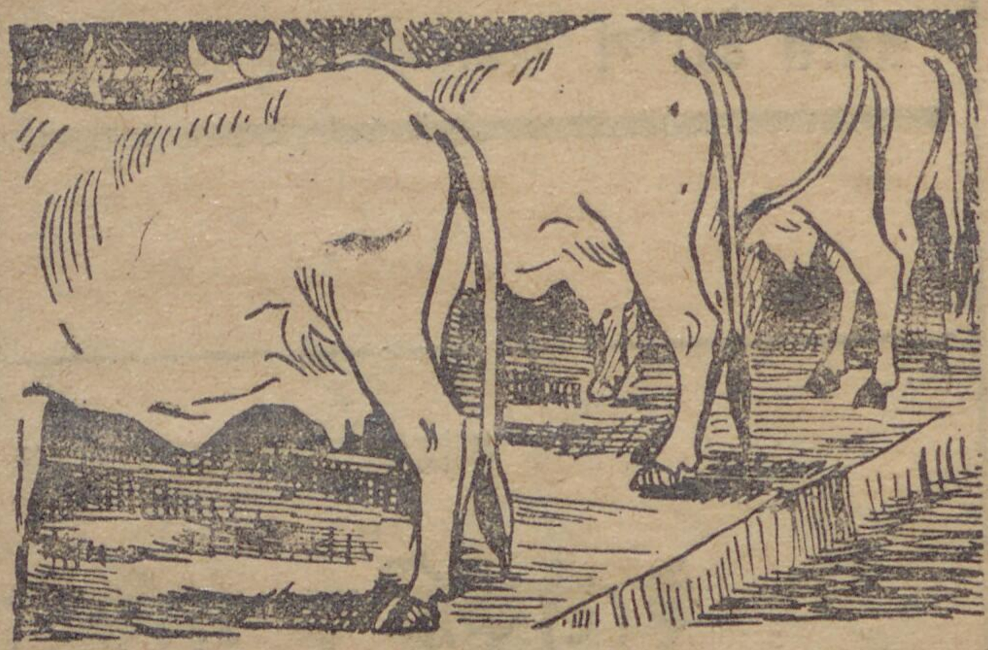

হরিণঘাটায় যে-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হ'তে চলেছে, তার বিভিন্নমুখী কার্য-কলাপই তার পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে। হরিণঘাটায় ডেয়ারী, দুগ্ধ-উপনিবেশ, পক্ষী-পালন কেন্দ্র, গো-মহিষ প্রজনন-কেন্দ্র, গোয়ালাদের আবাস, (যার অর্থই হ'লো, ক'লকাতা থেকে খাটাল সরানো) গোশালা আর, নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ বেশ ভালো ভাবেই এগিয়ে চলেছে। হরিণঘাটা-পরিকল্পনার সার্থক পথ ধরেই গ'ড়ে উঠবে

সোনার বাংলা

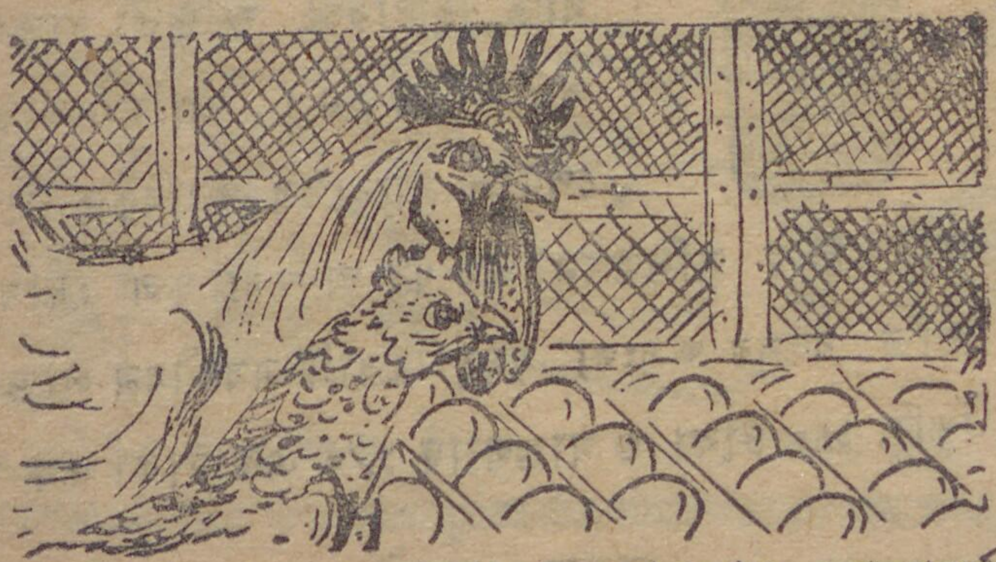

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রচারিত

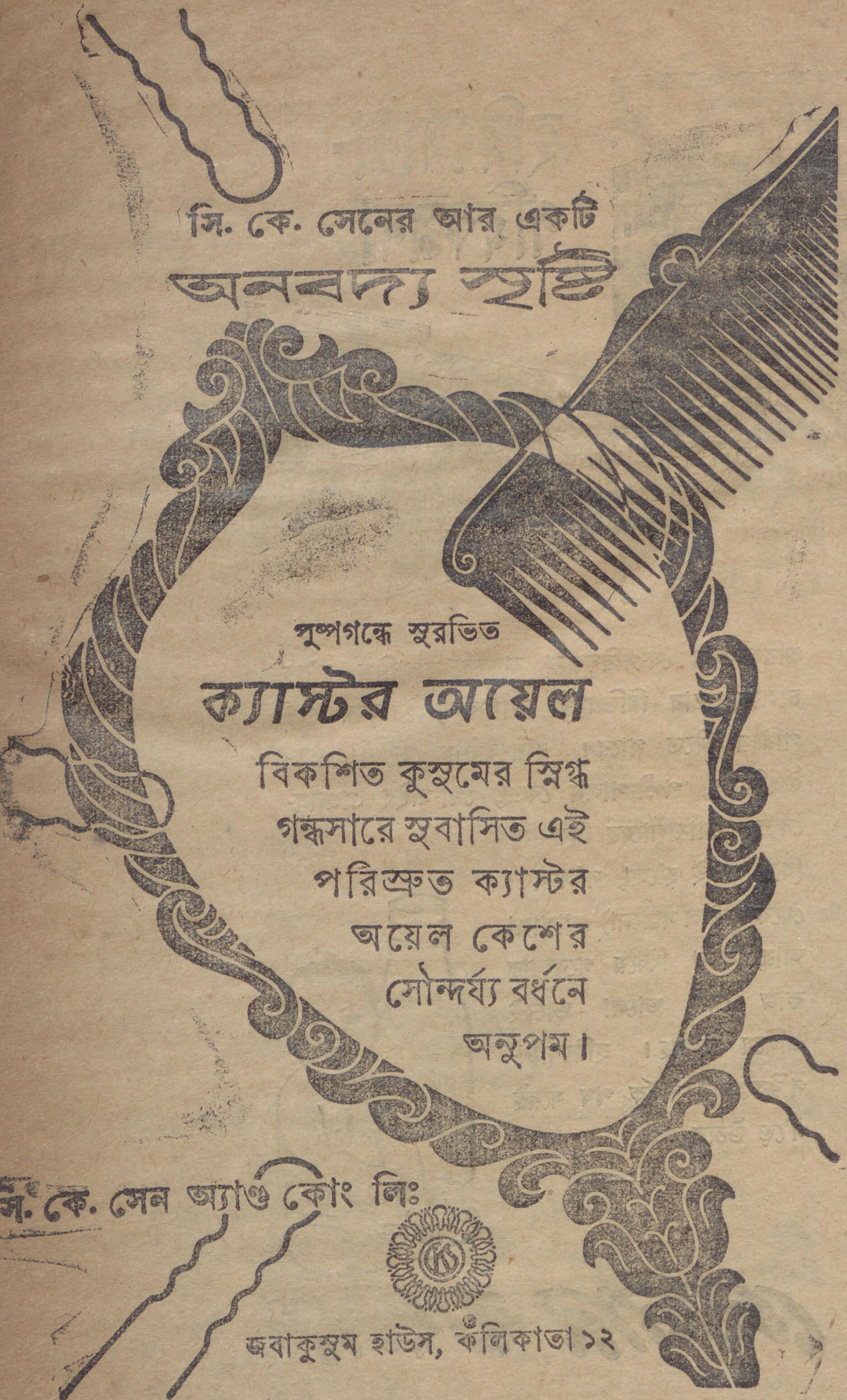

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৫৬১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত